সৃজনশীল প্রশ্ন

গদ্য- মানুষ মুহাম্মদ (সা.)

১. স্ত্রীর দেওয়া বিষপানে মৃত্যুকালে ইমাম হাসান তাঁর বিষদাতার পরিচয় জানতে পেরেও তাকে উদ্দেশ করে বলেন, "তোমাকে বড়ই ভালোবাসিতাম, বড়ই স্নেহ করিতাম, তাহার উপযুক্ত কার্যই তুমি করিয়াছ। তোমার চক্ষু হইতে হাসান চিরতরে বিদায় হইতেছে। সুখে থাক, তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম।"

ক.'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে 'স্থিতধী' বলা হয়েছে কাকে? ১

খ.'তাঁহারই দিকে সকলের মহাযাত্রা'। কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "প্রতিফলিত দিকটি ছাড়াও হযরত মুহম্মদ (স.) অন্যান্য গুণে গুণান্বিত ছিলেন"– 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২. হযরত হাসান বসরী (র.) রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এক লোক এসে তাঁকে অহেতুক গালাগাল করল। লোকটি চলে যাওয়ার পর হাসান বসরী (র.) তার জন্য দুই হাত তুলে দোয়া করলেন। উপস্থিত লোকদের একজন যখন জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে গালমন্দ করল, দুর্ব্যবহার করল তার জন্য কেন দোয়া করলেন? তিনি বললেন, ওই লোকটির মনে আছে মানুষের প্রতি ঘৃণা, গালাগাল। সে তাই করে। আমার মনে আছে কল্যাণ কামনা। আমি তাই করি।

ক. 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধটি রচনা করেন কে? ১

খ.মুহম্মদ (স.)-এর মৃত্যুর পর মদিনায় আঁধার ঘনিয়ে আসার মতো হলো কেন? ২

গ.উদ্দীপকের হাসান বসরী (র.)-এর চরিত্রে মহানবি (স.)-এর কোন গুণের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ.ওই গুণটি মানব চরিত্র গঠনে কীভাবে ভূমিকা রাখে? উদ্দীপক ও 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. এক কাপড়ের ব্যবসায়ী তার দোকানটি করিম নামের এক ছেলের দায়িত্বে রেখে বাইরে চলে গেলেন। নানা দুর্বিপাকে দীর্ঘদিন তিনি আর ফিরতে পারলেন না। করিম তার কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে আরো তিনটি দোকান স্থাপন করল। সাত বছর পর ওই ব্যবসায়ী ফিরে এলে করিম দোকানের দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হলো। করিমের মহৎপ্রাণের পরিচয় পেয়ে ব্যবসায়ী অভিভূত হলেন। তিনি করিমের হাতেই দোকান বুঝিয়ে দিয়ে ধর্ম কর্মের জন্য আবার বেরিয়ে পড়লেন। বালক তার সততার পুরস্কার পেল।

ক. কার মৃত্যুর সংবাদে কারো মুখে কথা সরে না? ১

খ."যে বলিবে হযরত মরিয়াছেন, তাহার মাথা যাইবে" বীরবাহু ওমর এ কথা বললেন কেন? ২

গ.উদ্দীপকের বিষয়বস্তু মহানবি (স.)-এর গুণাবলির কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ৩

ঘ.সততা কীভাবে মানুষের মহিমান্বিত করে উদ্দীপক ও মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. কয়েক বছর আগের ইমরানের সাথে ভালোভাবে কথাও বলত না কেউ। কারণটা ছিল তার কুশ্রীদর্শন অবয়ব ও দারিদ্র্য, সে কালো ও বেঁটে। থ্যাবড়া নাক আর তোবড়ানো গালের কারণে চেহারাটা তার অদ্ভুতদর্শন। তবে এখন সে সকলের প্রিয় 'ইমরান ভাই'। মানুষের কল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ করেছে ইমরান। এলাকার কেউ বিপদে পড়লে বা সাহায্য চাইলে যথাসাধ্য চেষ্টা করে সে। প্রথম প্রথম সবাই নানাভাবে বাধা দিলেও দমে যায়নি ইমরান। বরং পরম মমতায় শত্রু-মিত্র সবাইকে আপন করে নিয়েছে। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে মানুষের ভালোবাসা পেতে চায় ইমরান।

ক.মুহম্মদ (স.)-এর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে শেষ পর্যন্ত কে ছিলেন? ১

খ. মুহম্মদ (স.)-এর মৃত্যু সংবাদে মূর্ছিত মুসলমানদের চৈতন্য হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ইমরানের কোন বৈশিষ্ট্যটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে বর্ণিত মুহম্মদ (স.)-এর বৈশিষ্ট্যের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটির যৌক্তিকতা 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

গদ্য- একাত্তরের দিনগুলি

১. সেবিকা অনন্যা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্থায়ী ক্যাম্পে যুদ্ধাহতদের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। হৃদয়বিদারক সেই স্মৃতি আজও তাকে তাড়িত করে। অবসর সময়ে তিনি নাতি-নাতনিদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের কথাগুলো স্মৃতিচারণ করেন।

ক. ঢাকার কয় জায়গায় গ্রেনেড ফেটেছে? ১

খ. স্কুল খুললেও জামী স্কুলে যাবে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়টি নবীন প্রজন্মকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবে তা 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের অনন্যার কর্মকাণ্ড এবং 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকার প্রয়াস এক ও অভিন্ন"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২. এই একটি অক্ষর 'মা'
হাজার হাজার বছর জয়নাল, শামসুজ্জোহা লিখে গেছে
রাজপথে, চানমারিতে, দেয়ালে, চত্বরে, কারাগারে
রক্তলাল রমনায় জ্যোতির্ময়, জিসি দেব, মধুদা
আর পদ্মায়, ব্রহ্মপুত্রের পানিতে।

ক. জেনারেল নিয়াজী কত জন সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করে? ১

খ. সামরিক জান্তার কাছে মার্সি পিটিশন করলে রুমী বাবা-মাকে ক্ষমা করতে পারবে না কেন? ২

গ. "একটি অক্ষর 'মা'-এর অস্তিত্ব রক্ষায় রক্তে লাল হয়েছে এ দেশ" মন্তব্যটি 'একাত্তরের দিনগুলি'র আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শহিদদের আত্মত্যাগ এবং রুমীর অনুভূতি একসূত্রে গাঁথা– মূল্যায়ন করো। ৪

৩. একাত্তরের শ্রাবণের বৃষ্টিভেজা এক দুপুরবেলার কথা। সারা দেশে পাকিস্তানি নরঘাতকরা নারকীয় অত্যাচার চালায়। থানা সদর থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে কচখানা গ্রাম। এ গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আফাজের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন ক্যাম্প তৈরি করা হয়। কিন্তু হানাদাররা গোপন সূত্রে এ ক্যাম্পের সন্ধান পায়। শ্রাবণের সেই বৃষ্টিভেজা দিনটিতে রাজাকারদের সহায়তার পুরো এলাকায় অতর্কিত আক্রমণ চালায়। গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। আফাজসহ চারজনকে ধরে পুকুর পাড়ের একটি মোটা আমগাছের সাথে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। নিথর দেহগুলো এলিয়ে পড়ে গাছের সাথে। রক্তে লাল হয় পুকুরের পানি।

ক. 'কূটকৌশল' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'মুক্তিফৌজ' কথাটা লেখিকার কাছে ভারী কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনা 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন দিককে উন্মোচিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সামগ্রিক কাহিনি ধারণ করে কি? মূল্যায়ন করো। ৪

৪. মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ॥
যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা
যার নদী জল ফুলে ফুলে মোর স্বপ্ন আঁকা।

ক. জাহানারা ইমামের কোন সন্তান মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন? ১
খ. লেখিকা মাছ খাওয়া বাদ দিয়েছেন কেন? ২
গ. 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশপ্রেম 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

গদ্য- সাহিত্যের রূপ ও রীতি

১. অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করে তোলাই সাহিত্যের কাজ।

ক. নাটকে সাধারণত কয়টি অঙ্ক থাকে? ১
খ. 'শেষ হয়েও হইল না শেষ' কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তুকেই তুলে ধরেছে– মূল্যায়ন করো। ৪

২. "বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল কুকুরে খেয়ে যাবে– রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।"

ক. হায়াৎ মামুদ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ১
খ. 'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে'– কথাটি কেন বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপক অংশটুকুতে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যের কোন শাখাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকটি গীতিকবিতার অংশ নয়'– 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩. জ্ঞানের কথা জানা হয়ে গেলে আর জানতে ইচ্ছে করে না–তা মেনে মনে আনন্দও জন্মে না। সূর্য পূর্বাকাশে ওঠে- এই তথ্য আমাদের মন জানে না। কিন্তু সূর্যোদয়ের যে সৌন্দর্য ও তা দেখার যে আনন্দ তা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বিদ্যমান। তাই সৌন্দর্য ও আনন্দানুভূতি পাঠক হৃদয়ে জাগিয়ে তোলাই সাহিত্যের কাজ।

ক. মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য কী? ১
খ. কমেডি নাটক কীভাবে আমাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলে? ২
গ. উদ্দীপকের রচনাটি কোন সাহিত্যের অন্তর্গত? 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' রচনার আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাহিত্যের রূপটির সাথে উপন্যাসের মিল থাকলেও দুটি ভিন্ন ধারার-বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. তিশা তার বাবার সাথে জাতীয় নাট্যশালায় মঞ্চনাটক দেখতে যায়। সেখানে মুনীর চৌধুরীর রচিত 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের মঞ্চায়ন হয়। নাটকের শেষ দৃশ্যে নায়কের করুণ পরিণতি দেখে তিশা চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না।

ক. সাহিত্যের কোন শাখা বিশ্বসাহিত্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন? ১
খ. ছোটগল্পে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন সম্ভব নয় কেন? ২
গ. কাহিনির বিষয়বস্তু ও পরিণতির বিচারে উদ্দীপকের তিশা কোন ধরনের নাটক দেখেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের নাটকটি দর্শককে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছে" 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন করো।৪

গদ্য- বই পড়া

১. দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সৌমিকের পত্রিকার সাহিত্যের পাতাগুলোর প্রতি আগ্রহ বেশি। মামার সাথে বইমেলায় গিয়ে অবসরকালীন বিনোদনের জন্য সে কয়েকটি বই কিনে নেয়। মামা তাকে বলেন, জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হলে বই পড়ার বিকল্প নেই। সৌমিকের বই পড়ার আগ্রহ দেখে মামা তাকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিতে ভর্তি করে দেন।

ক. সুশিক্ষিত লোক মাত্রই কী? ১
খ. মনের হাসপাতাল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের মূলভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন দিকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকটির মূলভাব মূলত 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূলভাবের অংশবিশেষকে প্রস্ফুটিত করে।"– বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো।৪

২. গ্রামের ডানপিটে ও দুষ্ট ছেলেদের দেখে স্কুলের নতুন স্যার তাদের একটি পাঠাগার গড়ার পরামর্শ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে স্কুলের একটি অব্যবহৃত কক্ষ পাঠাগারে পরিণত হলো। নতুন স্যারের তত্ত্বাবধানে ঐসব ছেলের মাটির ব্যাংকে জমানো টাকায় পাঠাগারটি বিভিন্ন স্বাদের বইয়ে ভরে উঠল। ধীরে ধীরে ওরাসহ গ্রামের অনেকেই বই পড়ায় আগ্রহী হয়ে উঠল।

ক. প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী? ১
খ. 'পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়'– বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. নতুন স্যারের চেতনাবোধ 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন চেতনাকে সমর্থন করে?– ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. গ্রামের ছেলেদের মানসিক পরিবর্তনের দিকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. সেলিম খান একজন বিশিষ্ট উকিল। ওকালতিতে সুনাম অর্জনের জন্য তিনি সর্বদা আইনবিষয়ক বই পড়েন। এর বাইরে তিনি কোনো বই পড়েন না এবং কেনেন না। কারণ তিনি মনে করেন, পেশাগত বই না পড়ে সাহিত্যের বই পড়লে পেশার উন্নয়ন হবে না।

ক. 'বই পড়া' রচনার লেখক কে? ১
খ. প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যচর্চাকে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সেলিম খানের ভাবনার সঙ্গে 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার বৈসাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সেলিম খানের মতো অসংখ্য বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য কী করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপক ও 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. সাধারণত জাতীয় জীবনের অগ্রগতি দুটি ধারায় হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড ও স্বার্থরক্ষার দিক, অন্যটি হচ্ছে সাহিত্যশিল্প সৃষ্টি ও মননচর্চার দিক। যে জাতি কেবল প্রথম ধারাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সে জাতি উঁচু জীবনের অধিকারী হতে পারে না। তাই উন্নত জাতি গঠনে মানসিক ও আত্মিক সাধনা অপরিহার্য। আর সেক্ষেত্রে লাইব্রেরির ভূমিকা ও অবদান অসামান্য। গ্রন্থাগার তাই জাতীয় বিকাশ ও উন্নতির মানদণ্ড। গ্রন্থাগার ব্যবহার ও বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ছাড়া জাতীয় চেতনার জাগরণ হয় না।

ক. ডেমোক্রেসির গুরুরা কী চেয়েছিলেন? ১
খ. যে জাতি যত নিরানন্দ সে জাতি তত নির্জীব। –কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রকাশিত লাইব্রেরি সম্পর্কে লেখকের মনোভাব উদ্দীপকে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'যে জাতি কেবল প্রথম ..... অধিকারী হতে পারে না।' উদ্দীপকের এ বাক্যটির যথার্থতা 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

গদ্য- 'আম-আঁটির ভেঁপু

১. প্রকাণ্ড একটা ঢাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চঃস্বরে স্বরচিত রাগিনী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদী তীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বীনী চিত্তকে চঞ্চল করিত।

ক. হরিহর কাজ সেরে কখন বাড়ি ফিরল? ১
খ. দিদির কথায় নুন ও তেল আনতে অপু দ্বিধা করছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন দিকের ইঙ্গিত লক্ষণীয়? ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সমগ্রতা স্পর্শ করেছে কি? তোমার মতামত যাচাই করো। ৪

২. মমতার অভাবের সংসার। সে চৌধুরীবাড়িতে রান্নার কাজ করে। মমতার সংসারের অভাবের কথা জেনে গৃহকর্ত্রী মমতাকে সপরিবারে তাদের বাড়িতে থাকার প্রস্তাব দেন। কিন্তু এতে ঐ বাড়িতে মর্যাদা কমে যাবে ভেবে মমতা এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়।

ক. গরুর দুধ দোহন করতে এসেছিল কে? ১
খ. অপু দাঁত টকে যাওয়ার কথা বললে দুর্গা ইশারায় তাকে থামিয়ে দেয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মমতার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহরের সাদৃশ্য রয়েছে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূলভাবকে ধারণ করে না।"– উক্তিটি যাচাই করো। ৪

৩. শহরের বুকে বিশাল এক বাড়িতে রানু ও রানাদের বসবাস। সারা দিন এঘর ওঘর আর বাড়ির সামনের বাগানে ছোটাছুটি করে তারা। রানু ও রানার মা আফরোজা বানু ওদের সব আবদার পূরণের জন্য সচেষ্ট থাকেন। মাঝে মাঝে ওদের দুষ্টুমি দেখে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। দুষ্টুমি করতে গিয়ে ওরা না আবার হাত-পা ভেঙে বসে।

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ১
খ. "ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই"– সর্বজয়া কেন এ কথা বলেছে? ২
গ. উদ্দীপকের আফরোজা বানু কোন দিক থেকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্রটি 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সমগ্রভাব ধারণ করে কি? বিশ্লেষণী মতামত দাও। ৪

৪. দুঃখিনী রাহেলার দিন কাটে খুব কষ্টে। দুধের ছেলেটিকে মানুষ করার জন্য পরের বাড়িতে কাজ করতে হয়। তার বেকার স্বামী তার জমানো টাকা চুরি করে নেশা করে। রাহেলার কষ্টে ব্যথিত হয়ে গৃহকর্ত্রী তাকে স্বামীসহ বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব দেন। আগ্রহের অভাব না থাকলেও রাহেলা কারও দয়ার বশবর্তী হয়ে বাঁচতে চায় না বলে জানিয়ে দেয়। স্বামীর স্বভাব খুব ভালো ভাবেই জানা আছে তার। রাহেলা জানে এ বাড়িতে এলে চোর, নেশাখোর স্বামীর কারণে তাকে অনেক অপদস্থ হতে হবে।

ক. আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের রচয়িতা কে? ১
খ. মায়ের ডাকে দুর্গা উত্তর দিতে পারল না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের রাহেলার সিদ্ধান্তের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহরের গৃহিত সিদ্ধান্তের অমিল দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাহেলা ও 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহর দুজনেই দরিদ্র হলেও আত্মসম্মান ও বিবেচনাবোধ বিসর্জন দেয়নি – উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

গদ্য- প্রবাস বন্ধু

১। আমার দেশের মানুষের সবে মুক্ত উদার মনে আর্ত– ব্যথিত সুধী গুনীজনে পাশে সেবা সাম্য -প্রীতি বিনিময় আশে সূর্য আলোকে আবার এদেশ হাসে নিতি নবরুপে ভরে ওঠে মন জীবনের আশ্বাসে।
ক) পানশি আফগানিস্থানের কোন দিকে অবস্থিত?
খ) "তোমার বপুটার সঙ্গে আমার তনুটার মিলিয়ে দেখ দিকিনি" বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
গ) উদ্দীপকে প্রকাশ গল্পের কোন দিকটি তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ)উদ্দীপকের বক্তব্য ও প্রবাস-বন্ধু গল্পের আবদুর রহমানের কর্মকাণ্ড এক সুরে গাঁথা – বিশ্লেষণ করো।

২। কাজের ছেলে ডাকে খাবার টেবিলে গিয়েই কামাল সাহেব কহচকিয়ে গেলেন। কোর্মা ,পোলাও, মাংস, মাছ, দই, মিষ্টি আরও কত কি! এতো খাবার দেখে মনে হলো একজন কেন দশজন ও এ খাবার শেষ করা সম্ভব না।
ক) 'প্রবাম বন্ধু' সৈয়দ মুজতবা আলীর দেশেবিদেশে গ্রন্থের কততম অংশ?
খ) 'আবদুর রহমান ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকাল'-কেন?
গ) উদ্দীপকের কাজের ছেরে ও আবদুর রহমানের মধ্যে যে মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ) উদ্দীপক প্রবাস বন্ধু গল্পের খণ্ডাংশ মাত্র- বিশ্লেষণ করো।

৩। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রুপ খঁজিতে যাইনা: অন্ধকার জেগে ওঠে ডুমুরের গাছে
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বথ বট দেখেছিল, হায়, শ্যামার নরম গান শুনেছিল একদিন অমরায় গিয়ে ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সনের বাংলার নদীর মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।
ক)' প্রবাস বন্ধু 'রচনায় লেখকের বড় কর্তা কে?
খ) 'বাবুর্চি' আবদুর রহমান না হয়ে সে যদি আমীর আবদুর রহমান হত- এ কথা লেখক কেন বলেছেন?
গ) উদ্দীপকে প্রবাস বন্ধু গল্পের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? বাখ্যা কর।
ঘ) উদ্দীপক ও প্রবাস বন্ধু গল্পের মধ্যে রয়েছে বিস্তর বৈপরীত্য– তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৪। প্রেক্ষাপট–১
'তখন ফিরে এসে, হুজুর একটা আস্ত দুম্বা যদি না খেতে পারেন, তবে আমি আমার গোঁফ কামিয়ে ফেলব। আজ যা রান্না করেছিলুম তার ডবল দিলেও আপনি ক্ষিদের চোটি আমায় কতল করবেন।
প্রেক্ষাপট–২
শীতকালে সে কী বরফ পড়ে। মাঠ পথ পাহাড়, নদী, গাছপালা সব ঢাকা পড়ে, ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ , বরফের তলায় রাস্তা চাপা পড়ে গেছে।
ক) 'লব-ই-দরিয়া' বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে?
খ) ইংল্যান্ডে মাত্র একবার ভিক্টোরিয়া আলবার্ট আঁতাৎ হয়েছিল- কথাটি ব্যাখ্যা করো।
গ) প্রেক্ষাটপ ১ এ কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?প্রবাস বন্ধু গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ) পেক্ষাপট-২ এ কোন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে? উক্ত বিষয়ে তোমার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করো।

গদ্য- প্রবাস বন্ধু

১. ষাট বছরের বৃদ্ধ মকবুলের সাথে বিয়ে হয় তেরো বছরের টুনির। ধানভানা থেকে শুরু করে জমির কাজ সবই মকবুল টুনির দ্বারা করায়। টুনির কর্মদক্ষতার জন্য মকবুলের চাচাতো ভাই মন্তু টুনির রূপে ও গুণে মুগ্ধ। টুনি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে মন্তুর সাথে চলে যাওয়ার। কিন্তু সে যেতে পারে না।

ক. বাড়ির পাশে নিমগাছ গজালে কারা খুশি হয়? ১
খ. নিমগাছটার লোকটার সাথে চলে যেতে ইচ্ছে করে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মকবুল 'নিমগাছ' গল্পের কার প্রতিনিধি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "টুনি যেন 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষীবউ"– তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২. স্বামী-সন্তান আর শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে সুখের সংসার সূচনার। সবাই কীভাবে সুস্থ ও সুন্দর থাকবে সেদিকে গভীর মনোযোগ তার। একইভাবে পরিবারের সদস্যরাও তার প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল। একদিন সূচনার এক বান্ধবী তাকে প্রস্তাব করল সব বান্ধবী মিলে দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার। কিন্তু পরিবারের সবাইকে বাদ দিয়ে একা যেতে তার মন সায় দেয় না।

ক. কে নিমগাছের রূপ ও গুণের প্রশংসা করেন? ১
খ. 'মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে'– কথাটি কেন বলা হয়েছে? ২
গ. 'নিমগাছ' গল্পে বর্ণিত গৃহবধূর সাথে উদ্দীপকের গৃহবধূর অমিল ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'নিমগাছ' গল্পের মতোই প্রতীকধর্মী– এ প্রসঙ্গে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. রহমান সাহেব অত্যন্ত পরোপকারী মনোভাবের মানুষ। যে কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করতে ছুটে যান তিনি। নিজের সমস্যার কথা চিন্তা না করে যথাসাধ্য সহযোগিতা করেন। রহমান সাহেবের এ স্বভাবের কারণে তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত হন। অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজের সমস্যা ডেকে আনার বিষয়টি মানতে পারেন না তিনি। রহমান সাহেব স্ত্রীকে বোঝাতে চান– "মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য।"

ক. বাড়ির পাশে নিমগাছ গজালে কারা খুশি হন? ১
খ. বিজ্ঞরা নিমগাছ কাটতে নিষেধ করে কেন? ২
গ. 'নিমগাছ' গল্পের নিমগাছের সাথে উদ্দীপকের রহমান সাহেবের সাদৃশ্য কোথায়? ৩
ঘ. 'নিমগাছ' গল্পের মতোই উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি যেন সীমাহীন কথার আখ্যান– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. বৃদ্ধ কালাম মিয়া সারা জীবন অনেক কষ্ট করে ছেলেদের লেখাপড়া করিয়েছেন। তারা সবাই এখন শহরে প্রতিষ্ঠিত জীবন যাপন করছে। কালাম মিয়া দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হওয়ায় ছেলেরা তাকে শহরে এনে নিজেদের কাছে রেখেছে। তাদের মতামত হলো গ্রামে থাকলে বাবার সেবাযত্ন ঠিকমতো হবে না। কিন্তু গ্রামের সাথে কালাম মিয়ার যে নাড়ির সম্পর্ক। গ্রাম যেন তাঁকে বারবার ডাকে। তাঁর খুব ইচ্ছা করে সেই ডাকে সাড়া দিতে।

ক. নিমগাছের চারিদিকে কী এসে জমে? ১
খ. 'বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মীবউটার ঠিক এক দশা।'– কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. 'নিমগাছ' গল্পের নিমগাছ এবং উদ্দীপকের কালাম মিয়ার প্রতি মানুষের আচরণের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরো। ৩
ঘ. গল্পের নিমগাছ এবং উদ্দীপকের বৃদ্ধের চলে যাওয়ার আকুতি কি একই সুরে গাঁথা? মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন

পদ্য- মানুষ

১. মতিন সাহেবের স্ত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে কাঙালি ভোজের আয়োজন করেছেন। কাঙালিদের লাইন করে বসিয়ে প্যাকেট খাবার দিয়ে বিদায় করা হয়েছে। বাড়ির ভেতরে চলছে আত্মীয়-স্বজনের ভূরিভোজ। কয়েকজন কাঙালি খাবার না পেয়ে বাড়ির দরজায় খাবার চাইলে বাড়ির কেয়ারটেকার ধমক দিয়ে বের করে দেয়। এ দৃশ্য দেখে মতিন সাহেব বলেন, ওরাই আমার আসল অতিথি, ওদের তৃপ্ত করে খাইয়ে দাও।

ক. 'মানুষ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? ১
খ. 'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়।'– ভিখারি কেন এ কথা বলে? ২
গ. উদ্দীপকের কেয়ারটেকারের আচরণে 'মানুষ' কবিতার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "মতিন সাহেবই 'মানুষ' কবিতার কাঙ্ক্ষিত মানুষ।"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

২. যেখানেই রোগ, দুঃখ, দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব সেখানেই মাদার তেরেসা সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেবার ব্রত নিয়েই তিনি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। মানবতাকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। মানুষকে ভালোবেসে তিনি নিজেও বিশ্বজুড়ে সবার পরম ভালোবাসার– পরম শ্রদ্ধার মানুষে পরিণত হয়েছেন।

ক. 'মানুষ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? ১
খ. 'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!'– এ কথা বলা হয়েছে কেন? ২
গ. মাদার তেরেসা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোহিতের বিপরীত তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'মাদার তেরেসা যেন কবির আকাঙ্ক্ষার এক বাস্তব দৃষ্টান্ত'– 'মানুষ' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. (র) "বায়তুল মাল হইতে লইয়া ঘৃত আটা নিজ হাতে,
বলিলে এসব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের 'পরে,
আমি লয়ে যাব বহিয়া এসব দুখিনী মায়ের ঘরে।"
(রর) "জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ–
ডাকিল পান্থ, দ্বারা খোলো বাবা, খাইনি তো সাত দিন।
সহসা বন্ধ হল মন্দির।"

ক. পথিক কী বলে পূজারিকে ডাক দিল? ১
খ. 'মানুষ' কবিতায় 'স্বার্থের জয়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপক (র) ও উদ্দীপক (রর) -এর ভাবগত পার্থক্য দেখাও। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের কোন ভাবকে সমর্থন করে?" বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও' কারা কোরআন, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি
ও' মুখ হতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষের মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।

ক. 'মানুষ' কবিতাটি কে লিখেছেন? ১
খ. "সহসা বন্ধ হলো মন্দির" কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'মানুষ' কবিতাটির কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'মানুষ' কবিতার আলোকে উদ্দীপকের ভণ্ডদলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। ৪

পদ্য- তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ লক্ষ জনতার সামনে ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি বলেন– 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। তিনি আরো বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

ক. অবুঝ শিশু কিসের ওপর হামাগুড়ি দিয়েছিল? ১

খ. পাকিস্তানিরা কেন ছাত্রাবাস উজাড় করে দিয়েছিল? ২

গ. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার কোন বিষয়টি উদ্দীপকে রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কবিতায় উল্লিখিত 'তোমাকে আসতেই হবে' আর উদ্দীপকের 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বাক্য দুটির মূলসুর একই – মন্তব্যটির যথার্থ বিচার করো। ৪

২. অনেক যুদ্ধ গেল,
অনেক রক্ত গেল
শিমুল তুলোর মতো সোনারুপো ছড়াল বাতাস।
ছোট ভাইটিকে আমি কোথাও দেখিনা,
নরম নোলক পরা বোনটিকে আজ আর কোথাও দেখিনা,
কেবল পতাকা দেখি
কেবল উৎসব দেখি
স্বাধীনতা দেখি
তবে কি আমার ভাই আজ ঐ স্বাধীন পতাকা?
তবে কি আমার তিমিরের বেদিতে উৎসব?

ক. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় সবচেয়ে সাহসী লোক কে? ১

খ. যার ফুসফুস এখন 'পোকার দখলে' এখানে পোকার দখলে বলতে কোন বিষয়টি নির্দেশ করা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকটি তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব এবং তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা কবিতায় মূলভাব চেতনাগত দিক থেকে এক সূত্রে গাঁথা - মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. ভাষার দাবিকে ভূলুণ্ঠিত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে পূর্ববাংলায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু এদেশের ছাত্রসমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বর থেকে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ এবং গুলি চালায়। এতে সালাম, বরকত, রফিকসহ অনেকে শহিদ হয়। অবশেষে সর্বস্তরের জনগণ এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক. কার ফুসফুস এখন পোকার দখলে? ১

খ. শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফুটে ওঠা দিকটি ছাড়াও 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় আরও নানা দিক রয়েছে – মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

পদ্য- আমার পরিচয়

১. একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি। আজও একসাথে থাকবই
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে, সাম্যের ছবি আঁকবই।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

ক. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নিদর্শনের নাম কী? ১

খ. এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে। ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্ধৃত প্রথম চরণ দুটির সাথে দ্বিতীয় চরণ দুটির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় চরণ দুটির মূলভাব 'আমার পরিচয়' কবিতার সমগ্র মূলভাবকে ধারণ করে। উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২. ১৯৫২ সাল। ছাত্র-জনতার স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ উত্তাল। বাংলা ভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে তারা দেবে না কিছুতেই। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে তাদের মনে সঞ্চারিত হয় অপরিমেয় শক্তি ও দুর্জয় সাহস।

ক. জয়বাংলা কী? ১

খ. জয়বাংলাকে বজ্রকণ্ঠ বলা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানটি 'আমার পরিচয়' কবিতার কোন বিষয়টি মনে করিয়ে দেয়? ৩

ঘ. উদ্দীপকটি কী 'আমার পরিচয়' কবিতার সমগ্রভাবের প্রকাশক? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। বাংলার পল্লি সাহিত্য অনেক সমৃদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে ধীরে ধীরে এ সাহিত্য হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের পালাগান, বাউল গান, জারি-সারি, ভাটিয়ালি ইত্যাদি এখন বিলুপ্তপ্রায়। আধুনিক সাহিত্যের মূলে রয়েছে পল্লি সাহিত্যের প্রেরণা।

ক. বাঙালি জাতির বীজমন্ত্র কী? ১

খ. 'একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি"- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'আমার পরিচয়' কবিতার বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও আমার পরিচয় কবিতা একই চেতনা বহন করে- কথাটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

পদ্য- স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

১. পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়জন মানবতাবাদী গণতন্ত্রপ্রেমী মহান রাষ্ট্রনায়ক জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম হলেন আব্রাহাম লিংকন। একটা সময় আমেরিকায় কালোদের মানুষ মনে করা হতো না। তাদেরকে হাটে-বাজারে-বন্দরে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা হতো পোষা প্রাণীর মতো। এমন নিষ্ঠুরতা দেখে তিনি এই অমানবিক ব্যবসার বিরুদ্ধে ক্রীতদাসদের চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। প্রতিবাদে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন গোটা আমেরিকা। তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন "দেশের অর্ধেক মানুষ যখন ক্রীতদাস তখন স্বাধীনতা এক নির্মম রসিকতার নামান্তর"। তাঁর এই বক্তব্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল আমেরিকার জনগণ। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব আব্রাহাম লিংকনের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন জনগণ।

ক. কী লেখা হবে বলে লক্ষ লক্ষ বিদ্রোহী শ্রোতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে? ১

খ. 'জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আব্রাহাম লিংকনের ভাষণ কোন দিক থেকে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের সাথে তুলনীয়? 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বঙ্গবন্ধু ও আব্রাহাম লিংকন দুজনেই ছিলেন সত্যিকারের জননেতা– উক্তিটি উদ্দীপক ও 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২. 'শিল্পী, কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক
খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবিকা
সবাই এলেন ছুটে, পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মওলানা ভাসানী
কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি দৃঢ়, ঋজু
শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা নন,
অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার।'

ক. বর্তমান বৃক্ষশোভিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্বনাম কী? ১

খ. বঙ্গবন্ধুকে কবির সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের 'অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার' এবং নির্মলেন্দু গুণের 'কবি' একসূত্রে গাঁথা'- উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

৩. "প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশা আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

ক. কবি কোনটিকে 'ঢাকার হৃদয় মাঠ' বলে উল্লেখ করেছেন ১

খ. রেসকোর্স ময়দানে শিশুপার্ক তৈরি করার উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকটি 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? ৩

ঘ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ঘোষণা।' - উদ্দীপক ও পঠিত কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. তোদের চির-উৎখাত করবো বলে,
১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর আমরা
বিজয়ীর বেশে ফিরে এসেছিলাম
শেখ মুজিবের স্বাধীনতা উদ্যানে।

ক. ১৭৫৭ সালে কোথায় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল? ১

খ. 'গণসূর্যের মঞ্চ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপক ও 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার মধ্যে কী মিল খুঁজে পাও-ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার ভাববস্তু একই স্রোতধারায় প্রবাহিত -কথাটি বিচার করো। ৪

পদ্য- কপোতাক্ষ নদ

১. বাংলার নদী কি শোভাশালিনী
কি মধুর তার কুল কুল ধ্বনি
দু'ধারে তাহার বিটপীর শ্রেণি
হেরিলে জুড়ায় হিয়া।

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কোন কাব্যটি? ১
খ. 'দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে'– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলভাবের সাথে উদ্দীপকের মূলভাবের সাদৃশ্য বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার পরিণতির দিকটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত– বিশ্লেষণ করো। ৪

২. লন্ডনে আসার মাস তিনেক হলো, পড়াশোনার চাপে এদিকটায় আসাই হয়নি তানজিমের। আজ বিকেলে এই প্রথম সে টেমস্ নদীর পাড়ে এলো। নদীর গতিশীল স্রোতের দিকে চোখ পড়তেই দুরন্ত শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত পদ্মাপাড়ের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ লন্ডনের মতো অত্যাধুনিক শহর তার কাছে কেমন যেন বিষাদময় মনে হতে লাগল।

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে পরলোকগমন করেন? ১
খ. 'স্নেহের তৃষ্ণা' বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের তানজিমের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির কোন দিকটির সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার খণ্ডচিত্র মাত্র।"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩. সৌহার্দ্য ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য কানাডা গেলেও মন পড়ে থাকে কর্ণফুলীর তীরের সেই ছায়াঘেরা গ্রাম নন্দীপুরে। নদীর দুতীরের প্রাকৃতিক শোভা ও শৈশবের স্মৃতি মনে করতেই সে আবেগতাড়িত হয়। তার ধারণা, বাংলা সাহিত্যসম্ভারের অনেক অংশ জুড়ে রয়েছে নদীর অবস্থিতি।

ক. বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তন করেন কে? ১
খ. 'স্নেহের তৃষ্ণা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে সৌহার্দ্যের অনুভূতি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে যে ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে তা যেন 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলভাব"– উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

পদ্য- জীবন-সঙ্গীত

১. সমুদ্র উপকূলবর্তী শ্যামচরের অধিবাসীরা ঘূর্ণিঝড় সিডরে ঘরবাড়ি হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। এ সময়েই আশার আলো জাগাতে কানাডীয় নাগরিক মি. পিটার এগিয়ে আসেন। তাঁর পরামর্শে ও অর্থ সাহায্যে গবাদি পশু পালন, মাছ ধরা ও চরে সবজি চাষ করে পাঁচ বছরে সর্বহারা মানুষগুলো প্রমাণ করে– 'পরিশ্রমই সফলতার চাবিকাঠি'।

ক. 'ধ্বজা' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'আয়ু যেন শৈবালের নীর'– বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের মি. পিটার 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার যে চেতনার প্রতীক তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'শ্যামচরের অধিবাসীরাই কবি হেমচন্দ্রের কাঙ্ক্ষিত সমরাঙ্গনের মানুষ'– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২. দুঃসাহসী চারজন মুসা ইব্রাহীম, নিশাত মজুমদার, এম এ মুহিত ও ওয়াসফিয়া নাজরিন। ওদের স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়ার। ওরা বের হয়েছে হিমালয় জয়ের উদ্দেশ্যে। অনেক বাধা এসেছিল। অনেকেই ওদের যাওয়াটা সমর্থন করছিল না। ছিল মৃত্যুর আশঙ্কা। সবার কথাকে অগ্রাহ্য করে, বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে তারা দুর্জয়কে জয় করেছে।

ক. 'বীর্যবান' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. "স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে চার দুঃসাহসীর দুর্জয়কে জয় করা যুক্তিসংগত। 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতা অবলম্বনে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানবজীবন নাতিদীর্ঘ। মানুষ স্বীয় কর্মের জন্য সাফল্য-ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভোগ, লোভ-লালসার চিন্তায় মানুষ ব্যর্থতা অর্জন করে। পক্ষান্তরে ত্যাগ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মানুষ সফলতা অর্জন করে।

ক. 'ধ্বজা' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'আয়ু যেন শৈবালের নীর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি ব্যর্থতার যে বর্ণনা দিয়েছেন উদ্দীপকেরে আলোকে ব্যাখ্যা করো।৩
ঘ. "সাফল্য অর্জনে চাই, ত্যাগ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা"– উদ্দীপক ও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতা অবলম্বনে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

পদ্য- রানার

১। পল্লি চিকিৎসক রায়হান খুবই মানব দরদী একজন মানুষ। দিন রাত পল্লি গ্রামের সহজ সরল মানুষের চিকিৎসা সেবা করাই তার একমাত্র ধ্যান। এমনকি ছুটির দিনেও গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে কেউ অসুস্থ থাকলে বিনা পয়সা তাকে চিকিৎসা করে থাকে। তার যেন কোন ক্লান্তি নেই, কোন বিশ্রাম নেই। সকলের সুস্থতাই যেন তার একমাত্র কাম্য। এজন্য যে কোন দুযোগ পুর্ণ আবহাওয়ায় ও রাতের পর রাত জেগে মানুষ কে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। বিনা চিকিৎসায় কেউ মারা গেলে তার মন ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার কাছে মানব সেবাই পরম ধর্ম। এজেন্য সে দিনরাত ক্লান্তিহীনভাবে চিকিৎসা সেবা দিয়েই মানব সেবা করে থাকে।

ক) 'দুর্বার ' শব্দটির অর্থ কী?
খ) "কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার"– চরণটি ব্যাখ্যা কর।
গ) উদ্দীপকের রায়হান 'রানার' কবিতার কোন চরিত্রটিকে নির্দেশ করে?
ঘ) "উদ্দীপকের রায়হান এবং'রানার' কবিতার রানারের মানসিকতা যেন একই সুত্রে গাঁথা"– উক্তিটর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২। শিক্ষা জাতির মিরুদণ্ড। আর শিক্ষক হলেন তার কারিগর। তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে শিক্ষার্থীর সুপ্ত মেধার বিকাশ সাধনে অগ্রণি বূমিকা রাখেন। একজন আদর্শ শিক্ষক কেবল একজন খিশক্ষকই নন, তিনি একজন মহৎ ব্যাক্তিত্ব। তাই বলা যায় , দায়িত্বশীল ও নীরব সাধনায় শিক্ষক জাতির কর্ণধার।

ক। হরতাল কোন ধরণের রচনা?
খ) অগ্রগতির 'মেল' কী বোঝানো হয়েছে?
গ) উদ্দীপকের শিক্ষকের মানসে 'রানা' কবিতার রানার চরিত্রের কোন দিকটি উপস্থিত? ব্যাখ্যা কর।
ঘ) দায়িত্বশীল ও নীরব সাধনায় শিক্ষক জাতির কর্ণধার। –উক্তিটি 'রানার' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩। ফাহমিদা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তিন ভাইবোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের হাল তাই তাকে ধরতে হয়েছে । সারাদিন বিদ্যালয়ে কাজ করার পর বাড়িতে এসে সে সকল কাজ করে।পরিশ্রম তাকে কাবু করতে পারেনি।

ক) রাতের তারারা কেমন করে চায়?
খ) রানার কোন নিষেধ জানে না কেন?
গ) উদ্দীপকের ফাহমিদার সাথে'রানার' কবিতার রানারের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।
ঘ) "উদ্দপকের ফাহমিদা ও 'রানার' কবিতার রানারের জীবনাদর্শে পার্থক্য রয়েছে" উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৪। হাবিব দীঘদিন যাবত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। তিনি সময় সম্পর্কে খুবই সচেতন। তাই প্রতিদিন যথাসময়ে কর্মস্থলে হাজির হন। কমৃক্ষেত্রে তার তৎপরতা বেশ চোখে পড়ারমতো।তিনি সততা, নিষ্ঠার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেন। এত অফিসের সবাই তাকে খুব পছন্দ করে।

ক) রানা কীসের বেগে ছোটে?
খ) রানার নিরন্তর ছুটে চলে কেন?
গ) উদ্দীপকের হাবিবের মধ্যে 'রানার ' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ) ' চরিত্রগত মিল থাকলেও হাবিব ও রানার এক নয়– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

পদ্য- সেই দিন এই মাঠ

১. রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজপথের কথা' গল্পে বলেছেন, কী প্রখর রৌদ্র। উহু-হু-হু। এক-একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি, আর তপ্ত ধুলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবন, হাসি কান্না, জন্ম মৃত্যু, সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দেই না-হাসিও না কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

ক. চালতাফুল কিসের জলে ভিজবে? ১
খ. এই নদী নক্ষত্রের তলে সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন– কেন? ২
গ. উদ্দীপকটিতে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার কোন বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মূলভাবের পূর্ণরূপ-বিশ্লেষণ করো। ৪

২. বাতাসের মাঝে বাস করে আমরা যেমন ভুলে যাই বাতাসের কথা। প্রকৃতির মাঝে বাস করেও আমরা ভুলে যাই প্রকৃতির কথা। অথচ সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা প্রকৃতি অকৃপণভাবে তার সৌন্দর্য বিতরণ করছে। নয়নাভিরাম গাছপালা, ফুল-ফল, পাখির কলরব, বয়ে চলা নদী, ঢেউ খেলানো ফসলের মাঠ জীবনে এনে দেয় প্রাণের ছোঁয়া। প্রকৃতির নিয়মেই প্রতিটি ঋতু আপন বৈশিষ্ট্যে রূপে, রসে, গন্ধে অনন্য হয়ে ওঠে।

ক. লক্ষ্মীপেঁচকের কণ্ঠে কী ধ্বনিত হয়? ১
খ. কবি চলে গেলেও চালতাফুল শিশিরের জলে ভিজবে কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার আংশিক প্রতিফলন মাত্র- ব্যাখ্যা করো। ৪

৩. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে– এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়– হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়

ক. 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কী ছাই হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে? ১
খ. ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু ঘটলেও সব শেষ হয়ে যায় না কেন? ২
গ. 'সেই দিন এই মাঠ' কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপক কবিতাংশে লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেছে কি? বিশ্লেষণী মতামত দাও। ৪

সহপাঠ

উপন্যাস: কাকতাড়ুয়া

১. গ্রেনেড উঠেছে হাতে, কবিতার হাতে রাইফেল
এবার বাঘের থাবা, ভোজ হবে আজ প্রতিশোধে
যার সঙ্গে যেরকম সেরকম খেলব বাঙালি
খেলেছি মেরেছি সুখে কান কেটে দিয়েছি তোদের।

ক. গাঁয়ের মানুষ কয় ভাগে ভাগ হয়ে গেছে? ১
খ. আহাদ মুন্সির চোখ কপালে উঠেছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বুধার জীবনের কোন অংশটি ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটিতে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সম্পূর্ণ ভাবের প্রতিফলন ঘটেনি।"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

২. উনিশশো একাত্তর সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তিযোদ্ধা আজাদের নেতৃত্বে বোমা মেরে একটি ব্রিজ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। থানা সদর থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে চাচড়া গ্রামসংলগ্ন এ ব্রিজটি উড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে প্রায় পঁচিশজন পাকিস্তানি হানাদার মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ক. উপন্যাসের প্রধান উপাদান কী? ১
খ. "বানরের আবার চাঁদে যাবার সাধ।"– এ কথা বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আজাদ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?– ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সমগ্র ভাব ধারণ করে না"– যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

৩. দীনু ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনের "উনিশ শ একাত্তর" গল্পের এক অসহায় কিশোর চরিত্র। বয়স দশ বছর। গায়ের রং কালো। সংসারে তার আপন বলতে কেউ নেই। একাত্তরে সবাই যখন ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখন দীনু গ্রামের ভিক্ষুক জমির চাচার সাথে 'সুবলদের বাংলা' ঘরে অবস্থান করে। সারাদিন ঘুরে বেড়ায় জমির চাচার সাথে। দেশ স্বাধীন হলে সবাই আবার গ্রামে ফিরে আসবে, এই স্বপ্ন নিয়ে দীনু যখন খালের ওপারে হানাদারদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন হানাদাররা তাকে গুলি করে হত্যা করে।

ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে? ১
খ. বুধা কাকতাড়ুয়া সেজেছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের কাহিনি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে দিকটির ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দীনুকে কি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সাথে তুলনা করা যায়? যুক্তিসহ বিচার করো। ৪

৪. প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান জানোয়ারের ভয়ংকর মুখ এঁকেছিলেন। যেটা ছিল তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মুখ। দেশ-বিদেশে যে মুখটা নিন্দিত হয়েছিল ঘৃণায়। এর পাশাপাশি তিনি অকুতোভয় দুর্দান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ছবিও এঁকেছিলেন– হাস্যোজ্জ্বল মুক্তিযোদ্ধার ছবি। যা দেশে দেশে প্রশংসার আলোড়ন তুলেছিল। এ ছবি সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সকৃতজ্ঞ ভালোবাসার।

ক. বুধার চাচাতো ভাই-বোন কতজন? ১
খ. চাচি বলল, "তাহলে তুই আমাকে মুক্তি দিবি"? এখানে কোন মুক্তির কথা বলা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকটি "কাকতাড়ুয়া" উপন্যাসের কোন বিশেষ দিকটি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "এ ছবি সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সকৃতজ্ঞ ভালোবাসার"। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

নাটক: বহিপীর

১. লালসালু উপন্যাসের ভণ্ডপীর মজিদ কিশোরী জমিলাকে বিয়ে করে মাজারের সেবায় নিয়োজিত করে। কিন্তু জমিলা মজিদের ভণ্ডামির রহস্য বুঝতে পারে। সে মজিদের অবাধ্য হয়ে ওঠে। মজিদের গায়ে থু-থু মারে। স্বামী হিসেবে মজিদকে মেনে নেয়নি। বরং সে মজিদের বিরুদ্ধে আরও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। মজিদ শুধু বলে, নাফরমানি করিয়ো না।

ক. "কিন্তু আমাদের বজরায় কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না"– উক্তিটি কার? ১
খ. বহিপীর বইয়ের ভাষায় কথা বলেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মজিদ ও 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর চরিত্রের সাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জমিলা চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রটিকে পুরোপুরি নির্দেশ করে কি? বিচার করো। ৪

২. রেবেকা বেগম, ভাই মজিদ মিয়ার রাইসমিল রক্ষা করার জন্য টাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু শর্ত হলো যে, মজিদ মিয়ার মেয়ে নূরজাহানকে রেবেকা বেগমের ছেলে রবিনের সাথে বিয়ে দিতে হবে। রবিন মাদকাসক্ত। নূরজাহান এ বিয়েতে রাজি নয় বলে জানিয়ে দিলে মজিদ মিয়া রেবেকা বেগমের টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। রেবেকা বেগম এবার বললেন, বিয়ের শর্তে নয়। বোন হিসেবে তিনি টাকা দিতে চান।

ক. বহিপীরের সহকারী কে ছিল? ১
খ. হাতেম আলি চিকিৎসার অজুহাতে শহরে গিয়েছিলেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে মজিদের মাঝে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "বহিপীরের মতোই উদ্দীপকের রেবেকা বেগমের বোধোদয় ঘটেছে"– উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার করো।৪

৩. স্তবক-১ : মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য
একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?
স্তবক-২ : বল কি তোমার ক্ষতি
জীবনের অথৈ নদী–
পার হয় তোমাকে ধরে–
দুর্বল মানুষ যদি।
ক. 'বহিপীর' নাটকের শেষ সংলাপটি কার? ১
খ. "এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায় জানতাম না"– কথাটি বলার কারণ কী? ২
গ. জমিদারি হারাতে বসা হাতেম আলির কাছে বহিপীরের প্রস্তাব স্তবক-১-এর 'সহানুভূতি' শব্দটির রূপক হতে পারে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তাহেরার প্রতি হাশেমের মনোভাব স্তবক-২- এর আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৪. মীনার বয়স পনেরো। তার বিয়ের জন্য বাবা পঞ্চাশোর্ধ্ব এক ধনাঢ্য পাত্র ঠিক করেছে। এ বিয়েতে মীনার মত নেই। কিন্তু বাবার সামনে প্রতিবাদ করার মতো শক্তি নেই তার, সে শুধু কাঁদে।
ক. হাতেম আলির জমিদারি কোথায় ছিল? ১
খ. পীরসাহেবকে বহিপীর বলার কারণ কী? ২
গ. উদ্দীপকের মীনার সাথে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রে সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মীনা তাহেরাকে প্রতিনিধিত্ব করছে।–বিশ্লেষণ করো। ৪